আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন শাখা
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬ ফিনিক্স রোড, ঢাকা-১০০০

ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
(Firing Range Management Directives)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. পটভূমি	০১
২. শিরোনাম	০১
৩. প্রয়োগ	০১
৪. ফায়ারিং বৎসর	০১
৫. ফায়ারিং কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	০১
৫.১ ফায়ারিংয়ের প্রকারভেদ	০১
৫.২ ফায়ার করার অস্ত্রসমূহ	০২
৫.৩ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	০২
৫.৪ স্থায়ী কমিটির কর্মপরিধি	০৩
৬. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট অফিসার নিয়োগ	০৩
৭. ফায়ারিং বাট অফিসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	০৩
৮. আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ ব্যবহার	০৫
৯. ফায়ারিং অনুশীলন পদ্ধতি	০৬
৯.১ ফায়ারিং রেঞ্জ সংগঠন	০৭
৯.২ ফায়ারিংকালে বিভিন্ন পদবির অফিসারের দায়িত্বসমূহ	০৭
৯.৩ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবহারের পূর্বপ্রস্তুতি	১০
৯.৪ ফায়ারিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে রেঞ্জ বাট অফিসারের করণীয়	১১
৯.৫ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবহারে অবশ্যই পালনীয় আচরণ	১২
৯.৬ ফায়ারিং রেঞ্জে দুর্ঘটনা ঘটলে করণীয়	১৩
৯.৭ ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় হেলিকপ্টার বা আকাশযান আগমনে করণীয়	১৪
৯.৮ ফায়ারিং অনুশীলনের পর নিরাপত্তাসমূহ	১৪
৯.৯ রাত্রিকালীন ফায়ারিং প্রশিক্ষণ	১৫
৯.১০ বিবিধ দায়িত্বসমূহ	১৫
১০. গুলির পরিমাণ নির্ধারণ	১৬
১১. ফায়ারিং অনুশীলনকালে পয়েন্ট গণনা এবং পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি	১৭
১২. ইমার্জেন্সি এবং ইন্সিডেন্ট রিপোর্ট	১৭
১৩. লগ বই সংরক্ষণ ও যৌথ রিপোর্ট প্রদান	১৮
১৪. বাট অফিসার ও সহকারী বাট অফিসারগণের প্রশিক্ষণ	১৮
১৫. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট পরিদর্শন	১৮
১৬. বাংলাদেশ পুলিশবহির্ভূত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবহার	১৮
পরিশিষ্ট	
(১) স্থানীয় থানা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র	১৯
(২) স্থানীয় থানা পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত না-দাবি সনদপত্র	২০
(৩) ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ারিং চলাকালে মেডিক্যাল সহকারী কর্তৃক বহনকৃত প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) বক্সের সম্ভাব্য ওষুধ ও দ্রব্যসমূহের তালিকা	২১
(৪) আরমোরার কর্তৃক ফায়ারিং রেঞ্জে বহনকৃত টুলবক্সের যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসমূহ	২২
(৫) গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের প্রামাণ্য দলিলের বিবরণ	২৩

ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
(Firing Range Management Directives)

১. পটভূমি

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ফায়ারিং অনুশীলন একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম। পুলিশ সার্ভিসের দক্ষতার মান উন্নীতকরণের জন্য যুগোপযোগী অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারে বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত পারদর্শিতা প্রদর্শনে নিয়মিত ফায়ারিং অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সে জন্য নিয়ম রক্ষার ফায়ারিংয়ের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে বিদ্যমান আইনি কাঠামো, পিআরবি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আলোকে ফায়ারিং রেঞ্জের ব্যবহার ও ফায়ারিং অনুশীলন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ইউনিট ও ব্যবহারকারী ইউনিটের পাশাপাশি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে দেশব্যাপী ফায়ারিং বাট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ জন্য সার্বিক বাট কার্যক্রম তথা ফায়ারিং রেঞ্জের ব্যবহার ও ফায়ারিং অনুশীলন সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতিমালা ও ব্যবহারবিধি থাকা আবশ্যক। এমতাবস্থায়, ফায়ারিং রেঞ্জের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ফায়ারিং চলাকালীন সময়ে করণীয় বিধিবিধানসমূহ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

২. শিরোনাম

এ নির্দেশিকা ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৮ (Firing Range Management Directives-2018) নামে অভিহিত হবে।

৩. প্রয়োগ

প্রচলিত আইন এবং বিধিবিধানের পরিপূরক হিসেবে এ নির্দেশিকা বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি জেলা/ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪. ফায়ারিং বৎসর

প্রতি বছর **১ এপ্রিল** থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বছর **৩১ মার্চ** পর্যন্ত সময়কালকে ফায়ারিং বৎসর হিসেবে গণনা করা হবে [পিআরবি প্রবিধান-৭৯৭(গ)(২)]।

৫. ফায়ারিং কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা

৫.১ ফায়ারিংয়ের প্রকারভেদ

১। প্রশিক্ষণ ফায়ারিং

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিসহ সকল ট্রেনিং সেন্টারে এএসপি (প্রবেশনার), বহিরাগত ক্যাডেট এসআই, সার্জেন্ট ও টিআরসিদের জন্য প্রশিক্ষণ সিলেবাসের অংশ হিসেবে এই ফায়ারিং অনুষ্ঠিত হয়।

২। ইন সার্ভিস ফায়ারিং

ক) মাস্কেট্রি কোর্স

বাংলাদেশ পুলিশের অনুমোদিত অস্ত্র নীতিমালা ও প্রাধিকার অনুযায়ী পুলিশ সদস্যগণ মাস্কেট্রি বা লম্বা ব্যারেলবিশিষ্ট অস্ত্র যেমন–রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি, শটগান ইত্যাদি দ্বারা ফায়ারিং বৎসর অনুযায়ী পিআরবি ৭৯৬ বিধি অনুসরণে মাস্কেট্রি কোর্স সম্পন্ন করবেন।

খ) রিভলবার কোর্স

বেঙ্গল পুলিশ ড্রিল ম্যানুয়েল, অস্ত্র নীতিমালা ও প্রাধিকার অনুযায়ী পুলিশ সদস্যগণ ফায়ারিং বৎসর অনুযায়ী পিআরবি ৭৯৭ বিধি অনুসরণে রিভলবার কোর্স সম্পন্ন করবেন।

৫.২: ফায়ার করার অস্ত্রসমূহ

১. নিম্নলিখিত অস্ত্রসমূহ দ্বারা বাংলাদেশ পুলিশের রেঞ্জে ফায়ার অনুশীলন করা যাবে:

ক) পিস্তল/রিভলবার
খ) রাইফেল
গ) এসএমজি (Sub Machine Gun)
ঘ) এলএমজি (Light Machine Gun)
ঙ) শটগান

২. সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি রেঞ্জটিতে কোন কোন অস্ত্র হতে ফায়ার করা হবে তা একটি লিখিত আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করবেন।

৫.৩: ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক) নিম্নে বর্ণিত স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে ফায়ারিং রেঞ্জ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে:

১. **সভাপতি:** ইউনিট প্রধান
২. **সদস্যবৃন্দ:** (ক) ইউনিট প্রধান কর্তৃক মনোনীত সদস্য
(খ) ব্যবহারকারী ইউনিট বাট অফিসার
(গ) সহকারী বাট অফিসার
৩. **সদস্য সচিব:** রেঞ্জ বাট অফিসার

খ) ফায়ারিং রেঞ্জের ইউনিট প্রধান অত্র নির্দেশনার আলোকে ফায়ারিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপরোক্ত কমিটিতে সদস্য মনোনয়নপূর্বক অফিস আদেশ জারি করবেন।

৫.৪: স্থায়ী কমিটির কর্মপরিধি

১. রেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণের সকল কাজ তদারকির মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা।
২. সকল ফায়ারিং অবস্থান থেকে বিধি অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরাপদে ফায়ারের ব্যবস্থা করা।
৩. রেঞ্জে সকল প্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. ব্যবহারকারী ইউনিট বরাবর রেঞ্জটি ব্যবহারের নিমিত্তে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
৫. প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

৬. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট অফিসার নিয়োগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের ফায়ারিং বাট অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রথমত: জেলা/ইউনিট বাট অফিসার
দ্বিতীয়ত: ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার এবং
তৃতীয়ত: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার

প্রতিটি জেলা, এপিবিএন, এসপিবিএন, আরআরএফ, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি (বিপিএ), পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারসহ সকল জেলা/ইউনিটের জন্য ন্যূনতম একজন এএসপি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার 'ইউনিট ফায়ারিং বাট অফিসার' হিসেবে নিয়োজিত হবেন। উক্ত অফিসারকে সহায়তা করার জন্য ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার 'সহকারী ইউনিট ফায়ারিং বাট অফিসার' হিসেবে নিয়োজিত হবেন।

যে সকল ইউনিটে বর্তমানে ফায়ারিং রেঞ্জ রয়েছে, সে সকল ইউনিটের ফায়ারিং বাট অফিসার 'ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার' হিসেবে নিয়োজিত হবেন।

এ ছাড়া পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন শাখায় একজন সহকারী/সিনিয়র সহকারী/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার' হিসেবে নিয়োজিত হবেন।

৭. ফায়ারিং বাট অফিসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

ক) ইউনিট বাট অফিসার

১. প্রত্যেক জেলা/ইউনিটের পুলিশ সদস্যদের বাৎসরিক মাস্কেট্রি অনুশীলনের নিমিত্ত প্রতিবছর ১৫ মার্চের মধ্যে পরবর্তী বছরের জনবল হিসেবে মাস্কেট্রি অনুশীলনের সময়সূচি প্রস্তুত করে যে ফায়ারিং রেঞ্জে মাস্কেট্রি অনুশীলন করবেন তার রেঞ্জ বাট অফিসারকে অবহিত করবেন। মাস্কেট্রি অনুশীলনের সময়সূচি প্রস্তুত করার সময় পরবর্তী বছরের জনবলের আনুমানিক বৃদ্ধিও হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

২. প্রতিটি জেলা, এপিবিএন, এসপিবিএন, আরআরএফ, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি (বিপিএ), পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারসহ সকল জেলা/ইউনিটের বাট অফিসারগণ বাৎসরিক ফায়ারিং/মাস্কেট্রি অনুশীলন ক্যালেন্ডার তৈরির সময় কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে কত রাউন্ড গুলি ফায়ার করা হবে, তার একটি আনুমানিক চাহিদা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন শাখায় প্রেরণ করবেন।

৩. নিজ ইউনিট সদস্যদের ফায়ারকালে তিনি ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. প্রতিটি জেলা/ইউনিটে প্রস্তুতকৃত মাস্কেট্রি অনুশীলন ক্যালেন্ডারের সময়সূচি অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিট বাট অফিসার নির্দিষ্টকৃত রেঞ্জ বাট অফিসারের সাথে সমন্বয়পূর্বক নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী তার ইউনিটের পুলিশ সদস্যদের নিয়ে নির্দিষ্ট ফায়ারিং রেঞ্জে মাস্কেট্রি অনুশীলনে যাবেন। মাস্কেট্রি অনুশীলনে যাওয়ার পূর্বে বাট অফিসারগণ অবশ্যই ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পুলিশ সদস্যদের বিস্তারিত ব্রিফ করবেন।

৫. সংশ্লিষ্ট ইউনিট বাট অফিসার ফায়ারিং/মাস্কেট্রি অনুশীলনে যারা নির্ধারিত পয়েন্টের চেয়ে কম পেয়ে অকৃতকার্য হবে, তাদের পুনরায় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ফায়ারিং করানোর জন্য সময় নির্ধারণ করে ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসারসহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসারকে লিখিত প্রতিবেদন দেবেন। তিনি ফায়ারিং অনুশীলনের ফলাফল অনুযায়ী পিআরবি ও অন্যান্য বিধি মোতাবেক পুরস্কার বা শাস্তির জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন।

৬. ইউনিট বাট অফিসার তার ইউনিট হতে মাস্কেট্রিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফায়ারিং রেঞ্জে আগত পুলিশ সদস্যগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন।

৭. ফায়ারের পর খালি খোসা সংগ্রহপূর্বক ফায়ারকৃত গুলির সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

৮. হারানো গুলির খোসার হিসাব প্রতিবেদন আকারে পেশ করবেন।

৯. বিপি ফরম নং ১৫৬; বেঙ্গল ফরম নং ৫৩২৭ অনুযায়ী তিনি মাস্কেট্রি অনুশীলন সংক্রান্ত তথ্যাবলী একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন। (পিআরবি ৭৯৬)

১০. বিপি ফরম নং ১৫৭ অনুযায়ী তিনি মাস্কেট্রি অনুশীলন সংক্রান্ত তথ্যের বার্ষিক বিবরণী যথাযথ মাধ্যমে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসারকে প্রেরণ করবেন।

খ) ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার

১. যে ফায়ারিং রেঞ্জে মাস্কেট্রি অনুশীলন করা হবে সে রেঞ্জের বাট অফিসার অন্যান্য জেলা/ইউনিট হতে প্রাপ্ত মাস্কেট্রি অনুশীলনের সময়সূচি অনুসারে উক্ত রেঞ্জের বাৎসরিক মাস্কেট্রি অনুশীলন ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বাট অফিসারকে অবহিত করবেন।

২. মাস্কেট্রি অনুশীলনের সময় উক্ত ফায়ারিং রেঞ্জের বাট অফিসার এবং অন্য ইউনিট হতে আগত বাট অফিসার উভয়েই সশরীরে উপস্থিত হয়ে যৌথভাবে উক্ত অনুশীলনকালীন সার্বিক নিরাপত্তার ও সকল কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বশীল থাকবেন।

৩. নিজ ইউনিট সদস্যদের ফায়ারকালে তিনি ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. ফায়ারিং/মাস্কেট্রি অনুশীলন শেষে ফায়ারিংয়ের ফলাফল, ব্যবহৃত অস্ত্র ও ফায়ারকৃত গোলাবারুদের সংখ্যা ও অবশিষ্ট মজুদের হিসাব এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সেইফটি ইনসিডেন্ট রিপোর্ট উভয় বাট অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরপূর্বক উভয় ইউনিটের প্রধান এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বাট অফিসার ও সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন।

৫. ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার তার রেঞ্জের সামগ্রিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। অন্য ইউনিট হতে আগত বাট অফিসার ফায়ারিং রেঞ্জের নিরাপত্তা ইস্যুতে কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা জানাবেন।

৬. ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার রেঞ্জের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষয়ক্ষতি, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক একটি সামগ্রিক রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বাট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

৭. ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার উক্ত রেঞ্জের সকল প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল থাকবেন।

গ) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার

১. পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার' এআইজি (আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন)-এর তত্ত্বাবধানে সারা দেশের সকল ফায়ারিং রেঞ্জের ফায়ারিং কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবেন।

২. তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ট্রেনিং, ডেভেলপমেন্ট, লজিস্টিকস, ইকুইপমেন্টস, আরঅ্যান্ডসিপিসহ অন্যান্য শাখা এবং ফায়ারিং রেঞ্জ ইউনিট ব্যবহারকারী ইউনিটের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৩. তিনি বাংলাদেশ পুলিশের বাৎসরিক মাস্কেট্রি ও রিভলবার কোর্স এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সের মাস্কেট্রি অনুশীলনের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং/তদারক করবেন।

৪. তিনি পূর্বনির্ধারিত ও অনুমোদিত পরিদর্শন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের সকল ফায়ারিং রেঞ্জের কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করবেন।

৫. বাংলাদেশ পুলিশের বাৎসরিক মাস্কেট্রি ও রিভলবার কোর্স এবং পুলিশ সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সের ফায়ারিং অনুশীলনের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং গোলাবারুদ বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৬. তিনি প্রতিটি ফায়ারিং রেঞ্জের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন।

৮. আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ ব্যবহার

ক) আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ ব্যবহারের নীতিমালা

বাংলাদেশ পুলিশের সংশোধিত অস্ত্র ব্যবহারের নীতিমালা-২০০৫ এর 'সংযোজনী-গ' অনুযায়ী:

১. সকল অস্ত্র সব সময় লোডেড বিবেচনা করে বহন/ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ অস্ত্র লোডেড না থাকলেও, লোডেড অস্ত্র যেভাবে সাবধানতার সাথে বহন/ব্যবহার করতে হয়, সেভাবে বহন/ব্যবহার করতে হবে। (All guns always must be considered as loaded)

২. অস্ত্রের মাজল কোনো অবস্থাতেই লক্ষ্যবস্তু ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু/লক্ষ্যের দিকে তাক করা যাবে না। (Never allow the muzzle of your gun to cover anything you are not willing to shoot at)

৩. লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা ঠিক করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আঙ্গুল ট্রিগারে যাবে না। (Keep your finger off the trigger until your sights are on the target)

৪. গুলি ছোড়ার পূর্বে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং লক্ষ্যবস্তুর পেছনে কী আছে তা দেখে নিতে হবে। (Know your target and see what is behind it)

খ) মাস্কেট্রি অনুশীলনে আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ ব্যবহার

ফায়ারিং রেঞ্জ/বাটসমূহে যথাযথভাবে মাসকেট্রি অনুশীলনে আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ ব্যবহারের নিম্নবর্ণিত ১২টি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে:

১. আগ্নেয়াস্ত্র সব সময় গুলি লোডেড মনে করতে হবে।

২. আগ্নেয়াস্ত্র সব সময় নিরাপদ দিকে তাক করে ধরে রাখতে হবে।

৩. ফায়ার করার সময় ছাড়া সব সময় আঙ্গুল সোজা ও ট্রিগারের বাইরে রাখতে হবে।

৪. ব্যবহারকাল ব্যতীত সব সময় আগ্নেয়াস্ত্র আনলোডেড রাখতে হবে।

৫. নির্ধারিত টার্গেট ছাড়া অন্য কোনো দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করা যাবে না।

৬. টার্গেট এবং টার্গেটের পেছনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

৭. যে আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহার করা হবে সে অস্ত্রের মেকানিক্যাল এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৮. ফায়ারের নিমিত্ত ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রে সব সময় সঠিক অ্যামুনিশন ব্যবহার করতে হবে।

৯. আগ্নেয়াস্ত্র লোডিং ও শুটিংয়ের পূর্বে ব্যারেল ক্লিয়ার কি না তা অবশ্যই চেক করতে হবে।

১০. আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার চাপার সাথে সাথে ফায়ার না হলে ওই পজিশনে কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে। তারপর নিরাপদ ডিরেকশনে মাজল (Muzzle) তাক করে অস্ত্রটি আনলোড করতে হবে।

১১. মনে রাখতে হবে, কোনো দুর্ঘটনাজনিত ফায়ার থেকে নিরাপদ থাকতে শুধু অস্ত্রের নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়।

১২. অস্ত্র বহন বা ব্যবহার করার সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে ব্যালেন্স হারিয়ে বা দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে অস্ত্রটি ফায়ার না হয়।

৯. ফায়ারিং অনুশীলন পদ্ধতি

ফায়ারিং অনুশীলন সম্পর্কিত বিধানসমূহ পিআরবি প্রবিধান ৭৯৬ ও ৭৯৭; বেঙ্গল পুলিশ ড্রিল ম্যানুয়েলের দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায় ১৬ ও ১৭ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনায় বর্ণিত হয়েছে; যা ফায়ারিংকালে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিট ফায়ারিং বাট অফিসার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এ ছাড়া ফায়ারিং অনুশীলন শেষে পিআরবি ভলিউম-২ অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার এ বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ সংরক্ষণ করবেন।

৯.১ ফায়ারিং রেঞ্জ সংগঠন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল ফায়ারিং কার্যক্রম একটি সুগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এবং সুনির্দিষ্ট ফায়ারিং রেঞ্জে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ রেঞ্জ সংগঠন থাকবে:

১. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার;

২. সহকারী ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার;

৩. ফায়ারারের জন্য প্রয়োজনীয় কোচ;

৪. টার্গেট মেরামতকারী দল;

৫. অ্যামুনিশন ইনচার্জসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহায্যকারী কনস্টেবল;

৬. আরমোরার;

৭. মেডিক্যাল সহকারী;

৮. পর্যবেক্ষণ চৌকি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষক;

৯. বিউগলার।

৯.২ ফায়ারিংকালে বিভিন্ন পদবির অফিসারের দায়িত্বসমূহ

ক) ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার

ব্যবহারকারী ইউনিটের 'ইউনিট বাট অফিসার' পদাধিকার বলে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার হিসেবে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন:

১. নিরাপত্তা নির্দেশ মোতাবেক ফায়ার করার আদেশ দেওয়া। পিআরবি ও ড্রিল ম্যানুয়েল অনুযায়ী ফায়ার পরিচালনা করা।

২. ফায়ারিংয়ের পূর্বে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক এলাকাবাসীকে অবগত ও সতর্কীকরণ সনদপত্র নিশ্চিত করা।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী লাল পতাকা উত্তোলন এবং প্রহরী নিযুক্ত করা।

৪. ফায়ার শুরু করার পূর্বে আরমোরার কর্তৃক অস্ত্র পরীক্ষা নিশ্চিত করা।

৫. ফায়ার শুরু করার পূর্বে ফায়ারের ধরন এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে ফায়ারারদের সচেতন করা।

৬. বিউগলার কর্তৃক বিউগল বাজিয়ে অথবা মাইক দিয়ে সকলকে সতর্ক করে ফায়ার শুরু করা।

৭. প্রত্যেক ফায়ারারকে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কোচের তদারকিতে রাখা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর ফায়ারিং পরিচালনা করা।

৮. সম্ভব হলে ফায়ারারকে টার্গেট নিরীক্ষণের সুযোগ দেওয়া।

৯. নিরাপত্তার কোনো প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে ফায়ারিং বন্ধ রাখা এবং পুনরায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর ফায়ারিং পরিচালনা করা।

১০. অস্ত্রকে সমান্তরালভাবে টার্গেটের দিকে এমনভাবে ধরা নিশ্চিত করবে যেন ফায়ারারের গুলি কোনোভাবেই ব্যাফেল ওয়াল কিংবা ট্রাভার্সের ওপর দিয়ে না যায়।

১১. পরবর্তী ডিটেইলের ফায়ারিংয়ের আদেশের পূর্বে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে বাট ক্লিয়ার আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) সহকারী ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের দায়িত্ব

ব্যবহারকারী ইউনিটের 'সহকারী ইউনিট বাট অফিসার' পদাধিকার বলে সহকারী ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার হিসেবে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবেন:

১. পিআরবি, ড্রিল ম্যানুয়েল ও অত্র নির্দেশিকা অনুযায়ী ফায়ারিং পরিচালনায় ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে সাহায্য করা।
২. ফায়ারিংয়ের সময় সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. ফায়ারিংয়ের সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৪. ফায়ারারগণকে বিভিন্ন ফায়ারিং ডিটেইলে বন্টন করা।
৫. দক্ষদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় কোচ নিয়োগ করা।
৬. ফায়ার চলাকালীন ফায়ারিং পয়েন্টে লাল পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৭. ফায়ার শেষে খালি কার্টিজ কেস খুঁজে বের করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিকল্পিতভাবে নিয়োজিত করা।
৮. রৌদ্র এবং বৃষ্টির জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা।
৯. যেকোনো জরুরি অবস্থা বা ব্যতিক্রম লক্ষণীয় হলে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে অবগত করা।

গ) বাট পার্টির দায়িত্ব

বাট পার্টি ফায়ারিং পয়েন্টে অবস্থান করবে। বাট পার্টির দায়িত্ব নিম্নরূপ:

১. প্রতি ডিটেইলে যতগুলো টার্গেট ব্যবহার করা হবে ওই সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ টার্গেট মজুদ রাখা।
২. টার্গেট মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি মজুদ আছে কি না তা নিশ্চিত করা।
৩. সকলে লাল রঙের কোর্তা এবং হেলমেট পরিধান করা।
৪. ফায়ার বিরতির সময় লাল পতাকা উত্তোলন করা।
৫. বাট পার্টির কমান্ডারের নিকট বাঁশি, কাগজ, পেনসিল ও বাট রেজিস্টার রাখা।
৬. কী প্রকার ফায়ার হবে তার বিশদ বিবরণ ও নাম্বার দেওয়ার পদ্ধতি জানা।
৭. বাটের নিরাপত্তা নিয়ম পার্টি কমান্ডার কর্তৃক সকলকে অবহিত করা।
৮. ফায়ারের পর টার্গেট চেকিং সম্পন্ন হওয়ার পর তা মেরামত করা।

ঘ) বাট পার্টির কমান্ডারের দায়িত্ব

১. বাটের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. ফায়ারিং বন্ধের পর ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের আদেশ পেয়ে শুধু টার্গেট মেরামতকারী দল দিয়ে টার্গেট মেরামত নিশ্চিত করা।
৩. সকল সময়ে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ নিশ্চিত করা।
৪. সঠিক ও নির্ভুলভাবে পয়েন্ট গণনা করা।

ঙ) অ্যামুনিশন ইনচার্জের দায়িত্ব

১. ফায়ারিং চলাকালীন সকল ফায়ারিং অ্যামুনিশনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা।
২. প্রাপ্যতা ও বরাদ্দ অনুযায়ী অ্যামুনিশন সংগ্রহ করা।
৩. প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফায়ারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামুনিশন ফায়ারিং পয়েন্টে উপস্থাপন করা।
৪. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের উপস্থিতিতে সিলগালা বক্স খোলা নিশ্চিত করা।
৫. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের নির্দেশে ফায়ারারদেরকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োজনীয় অ্যামুনিশন বণ্টন করা।
৬. ফায়ার শেষে খরচকৃত অ্যামুনিশনের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের নিকট উপস্থাপন করা এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর গ্রহণ করা।

চ) আরমোরারের দায়িত্ব

১. ফায়ারিং শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে অস্ত্র পরিদর্শন করা এবং ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
২. ফায়ার চলাকালীন সময়ে ফায়ারিং পয়েন্টে উপস্থিত থাকা।
৩. ফায়ারারের আওতার বাইরে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের নির্দেশে উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. আরমোরারকে অবশ্যই অস্ত্র মেরামতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাথে বহন করতে হবে।

ছ) কোচের দায়িত্ব

ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার কর্তৃক উপস্থিত ফায়ারিং এ অভিজ্ঞদেরকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং বাট নাম্বার হিসেবে তাদেরকে বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক কোচের দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে:

১. প্রত্যেক কোচ ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার কর্তৃক ব্রিফের মাধ্যমে রেঞ্জ নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হবেন।
২. প্রত্যেক কোচ ফায়ারিং প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে রেঞ্জ নিরাপত্তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জরুরি অবস্থা তৎক্ষণাৎ ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে জানাবেন।
৩. ফায়ারারের আনলোড ক্লিয়ার রিপোর্ট প্রদানকালে ফায়ারিং পয়েন্টে নিয়োজিত কোচগণ তা প্রত্যক্ষ করবেন এবং কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সংশোধন করবেন।
৪. বাট মার্কার কর্তৃক টার্গেট মেরামত এবং পরিদর্শন চলাকালে ফায়ারিং পয়েন্টে যাতে কেউ অস্ত্র স্পর্শ না করে তা নিশ্চিত করবেন।
৫. ফায়ার চলাকালে এবং ফায়ারের পরে সকল সময়ে অস্ত্রের ব্যারেল টার্গেট বরাবর রাখা নিশ্চিত করবেন।
৬. ফায়ারারকে ফায়ারিংয়ের ধরন এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন রাখবেন।

৭. ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ারিংয়ের পূর্বে ফায়ারারদের অতিরিক্ত শারীরিক অনুশীলন যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

৮. ফায়ারিং এর অস্ত্রের ধরন অনুযায়ী অ্যামুনিশন সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

৯. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের যেকোনো আদেশ সকল ফায়ারারের নিকট পৌঁছনো এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

১০. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে ফায়ারিং পরিচালনার ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

জ) পর্যবেক্ষক/প্রহরীর দায়িত্ব

১. ফায়ারের পূর্বে সঠিক স্থানে লাল পতাকা উত্তোলন নিশ্চিত করা।

২. ফায়ারের পূর্বে নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ এলাকা মানুষ এবং গবাদি পশু মুক্ত নিশ্চিত করা এবং ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে প্রতিবেদন দেওয়া।

৩. পশু বা আগন্তুকদের বিতাড়ন বা সতর্ক করার জন্য সাথে বাঁশি এবং লাঠি রাখা।

৪. কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলে তা ত্বরিত ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে অথবা সহকারীদের অবগত করা, যেন ফায়ারিং বন্ধ করা যায়।

৯.৩ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবহারের পূর্বপ্রস্তুতি

১. ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ারিং অনুশীলনের বিষয়টি আরম্ভ ও সমাপ্তির সময়সহ স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করতে হবে।

২. ফায়ারিং রেঞ্জে ঢোকার পর প্রধান গেইট খোলা রাখতে হবে।

৩. প্রধান গেইটে সাইনবোর্ডে ফায়ারিং রেঞ্জ ওপেন/খোলা লেখা ঝোলানো থাকবে এবং **'সাবধান, ফায়ার চলিতেছে'** লেখা নির্দেশনা বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

৪. বিশেষ স্থানে ১৫ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন বাঁশের পোলের সাহায্যে ৬' x ৬' আকৃতির সতর্কতামূলক পতাকা উত্তোলন করা।

৫. ফায়ারিং রেঞ্জ খোলা বোঝাতে প্রধান ফ্ল্যাগ পোলে লাল পতাকা ঝোলানো।

৬. ফায়ারিং রেঞ্জ বন্ধ বোঝাতে প্রধান ফ্ল্যাগ পোলে সবুজ পতাকা ঝোলানো।

৭. ফ্ল্যাগ পোলে লাল পতাকা ঝোলানোর আগে ফায়ারিং রেঞ্জে কোন অনাহূত লোকজন ও প্রাণী না থাকার বিষয়টি ভালো করে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।

৮. লাল পতাকা ঝোলানোর আগে আশপাশের এলাকায় মাইকিং করে ফায়ারিংয়ের বিষয়ে সতর্কবাণী শোনাতে হবে।

৯. ফায়ার করার পূর্বে আরমোরার দ্বারা অস্ত্রসমূহ পরীক্ষা করাতে হবে। ব্যবহারকারী ইউনিট আরমোরার ফায়ারিং দলের সাথে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি নিয়ে রেঞ্জে যাবে।

১০. বালুর বস্তা, গ্রাউন্ড শিট, টার্গেট এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি যথাসময়ে রেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে।

১১. যথাসময়ে গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিসাব-নিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য একটি দল নিয়োগ করতে হবে।

১২. ফায়ারিংয়ের পূর্বে প্রতি ফায়ারারের সঙ্গে একজন করে কোচ নিয়োগ করতে হবে।

১৩. সকল কোচকে ফায়ারিং রেঞ্জের যাবতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ জানাতে হবে।

১৪. টার্গেট স্থাপন ও মেরামতের জন্য একটি দল নিয়োগ করতে হবে, যারা ইউনিফর্মের ওপর লাল কোর্তা পরিধান করবে।

১৫. ফায়ার শুরুর কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে বিউগল বাজিয়ে রেঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনকে সতর্ক করতে হবে।

৯.৪ ফায়ারিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে রেঞ্জ বাট অফিসারের করণীয়

প্রত্যেক ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার তার রেঞ্জের সার্বিক নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়নসহ যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। এ ছাড়া ফায়ারিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে তার সুনির্দিষ্ট করণীয়সমূহ বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নিম্নরূপ হবে:

১. প্রতিটি ফায়ারিংয়ের পূর্বে ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট নিবিড়ভাবে প্রি-ইন্সপেকশন করতে হবে।

২. ইউনিট বাট অফিসারের সঙ্গে আগত পুলিশ সদস্য কর্তৃক রেঞ্জে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারকালে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৩. ফায়ারিং অনুশীলনকারীদের ফায়ার আরম্ভ করার পূর্বে ফায়ারিং সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদানপূর্বক সার্বক্ষণিক তদারকি করতে হবে।

৪. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।

৫. ফায়ারিং বাট ব্যবহারের নিয়ম-নীতিসমূহ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা নিয়মিত মনিটর করতে হবে।

৬. অ্যামুনিশন পয়েন্টে সকল সময়ের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ফায়ারিং রেঞ্জের সমাধানযোগ্য সম্ভাব্য সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

৮. জরুরি পরিস্থিতিতে উপস্থিত সকলের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।

৯. ফায়ারিং রেঞ্জে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা (First Aid) ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. কোনো প্রকার দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার নিমিত্তে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. ফায়ারিং রেঞ্জ বাট অফিসার কর্তৃক তার রেঞ্জের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে অধস্তনদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২. ফায়ারিং রেঞ্জে যারা নবাগত ব্যবহারকারী, রেঞ্জ বাট অফিসার তাদেরকে ব্রিফ করবেন এবং তাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন।

২১৩

৯.৫ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট ব্যবহারে অবশ্যই পালনীয় আচরণ

১. ফায়ারিং পয়েন্টে ফায়ারার, কোচ, সংশ্লিষ্ট অফিসারবৃন্দ ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করবে না।

২. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের আদেশ ব্যতীত কোনো অস্ত্র লোড করা যাবে না।

৩. ফায়ারকারীদের অবশ্যই নির্দিষ্ট টার্গেটে ফায়ার করতে হবে।

৪. ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার কর্তৃক টার্গেট বরাবর ফায়ার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রত্যেক ডিটেইলের ফায়ার কার্য সম্পন্ন করার পর ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার আনলোডের আদেশ দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে, ফায়ারারের অস্ত্রের ব্যারেল স্টপ বাটের দিকে নির্দিষ্ট আছে।

৬. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাটে কেউ ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ বাট অফিসারের পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট হোলস্টারে নিরাপদে উক্ত অস্ত্র বহন করতে হবে।

৭. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাটে শুধু অনুমোদিত টার্গেট ব্যবহার করতে হবে।

৮. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাটে নির্ধারিত অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করতে হবে।

৯. ফায়ারিং লাইন হতে সঠিক দূরত্বে টার্গেট সেট করা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।

১০. ফায়ারের জন্য ফায়ারিং লাইনে প্রস্তুতি নেওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই আগ্নেয়াস্ত্র বা শরীর পেছনে ঘোরানো যাবে না।

১১. ফায়ারিং রেঞ্জের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো ব্যত্যয় দেখলে রেঞ্জ/ইউনিট বাট অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

১২. ফায়ারিং রেঞ্জে প্রবেশের পর হতে ফায়ারকারীর অননুমোদিত একক চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।

১৩. ফায়ারিংয়ের নিয়মানুযায়ী ফায়ারিং সম্পন্ন করতে হবে। [পিআরবি প্রবিধান-৭৯৬(ডি)*(i)*]।

১৪. ফায়ারিং রেঞ্জের প্রধান ফ্ল্যাগ পোলে যতক্ষণ পর্যন্ত লাল পতাকা উত্তোলন না করা হবে এবং প্রহরী বা পর্যবেক্ষক দল স্ব স্ব স্থানে অবস্থান না নেবে ততক্ষণ কোনো ফায়ার করা যাবে না।

১৫. ফায়ার পরিচালনা না করার সতর্কতা সংকেত হিসেবে বাটে একটি লাল পতাকা উত্তোলিত থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাট পার্টি মার্কার গ্যালারিতে স্থান না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত লাল পতাকা উত্তোলিত থাকবে। ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের আদেশ ছাড়া কেউ মার্কার গ্যালারি ত্যাগ করবে না এবং যখন বাট মেরামত বা টার্গেট পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে তখনো উক্ত লাল পতাকা উত্তোলিত থাকবে।

১৬. কোচ বা ফায়ারারের অস্ত্র খালি প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই খালি খোসা সংগ্রহ করতে যাওয়া যাবে না।

১৭. কোনো ধরনের পোষা প্রাণী ঢুকতে বা ঘোরাঘুরি করতে পারবে না।

গোপনীয়

১৮. ফায়ারিংয়ের পর অবশ্যই ফায়ারিং রেঞ্জ/বাটের আবর্জনা তথা ব্রাশ, পেপারসহ অন্যান্য অপদ্রব্য অপসারণ করে এটি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার করে রেখে যেতে হবে।

১৯. রেঞ্জ ব্যবহারকারী ইউনিট তার সদর দপ্তরের সাথে বেতার যন্ত্র বা ফোনে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

২০. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্ভব হলে এড়িয়ে অথবা যথাযথ সতর্কতামূলক ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফায়ার করতে হবে।

২১. যেকোনো ধরনের বিচ্যুতির ক্ষেত্রে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৬. ফায়ারিং রেঞ্জে দুর্ঘটনা ঘটলে করণীয়

ফায়ারিং রেঞ্জে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) রেঞ্জের ভেতরে কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু আক্রান্ত হলে

ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার কর্তৃক এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১. দূর্ঘটনাবশত কেউ গুলিবিদ্ধ হলে তৎক্ষণাৎ ফায়ারিং বন্ধ করে আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে।

২. তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি রেঞ্জ স্থায়ী কমিটির সভাপতি কিংবা যেকোনো সদস্যকে অবহিত করে ব্যবহারকারী ইউনিট প্রধানের কার্যালয় এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে জানাতে হবে। কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে এবিষয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠনপূর্বক দায়দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. বুলেট ক্যাচারে আগুন লাগলে তৎক্ষণাৎ রেঞ্জের স্টপবাটের নিকটবর্তী পানির উৎস থেকে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং সাথে সাথে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়ে তাদেরকে দ্রুত রেঞ্জে পৌছার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/ফায়ার ব্রিগেডের মাধ্যমে আগুন নেভানো নিশ্চিত করে ঘটনাটি রেঞ্জ স্থায়ী কমিটি, ব্যবহারকারী ইউনিট প্রধানের কার্যালয় এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে জানাতে হবে।

৫. এতদ সংক্রান্তে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করতে হবে।

৬. তা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

ক) দুর্ঘটনাকবলিত অস্ত্র যাতে কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি না ধরে তা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) গুলির ব্যাচ ও লট নং লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গ) ফায়ার করার জন্য প্রস্তুতকৃত অ্যামুনিশনসমূহ আলাদা করতে হবে।

ঘ) উক্ত ব্যাচের অবশিষ্ট অ্যামুনিশনসমূহ আলাদা করতে হবে।

ঙ) আবহাওয়া, ভূমি ও অস্ত্রের অবস্থা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

চ) টেলিফোন বা প্রাপ্ত যেকোনো মাধ্যমে দ্রুত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে জানাতে হবে।

খ। রেঞ্জের বাইরে কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু আক্রান্ত হলে

এ ক্ষেত্রে দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

১. বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানাতে হবে।

২. আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করতে হবে।

৩. রেঞ্জ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক তদন্ত কার্য সম্পাদনপূর্বক সুপারিশসহ ব্যবহারকারী ইউনিট প্রধানের কার্যালয় এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করতে হবে।

৪. রেঞ্জ স্থায়ী কমিটি এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা অনুযায়ী আহতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৭. ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় হেলিকপ্টার বা আকাশযান আগমনে করণীয়

১. রেঞ্জের নিকটে হেলিকপ্টার বা কোনো আকাশযান অবতরণ অথবা রেঞ্জের ওপর দিয়ে তা উড়তে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ফায়ার বন্ধ রাখতে হবে।

২. পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের নির্দেশে পুনরায় ফায়ার শুরু হবে।

৯.৮ ফায়ারিং অনুশীলনের পর নিরাপত্তাসমূহ

১. ফায়ারিং সমাপ্তি

ক) ফায়ারিং সমাপ্তির পর ফায়ারারদের রেঞ্জ ত্যাগ করার পূর্বে ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার অস্ত্র ও ম্যাগাজিন তাজা গুলিমুক্ত কি না তা নিশ্চিত করবে।

খ) ফায়ার শেষে বিউগল বাজিয়ে/মাইকের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের মধ্যে ফায়ার সমাপ্তির সংবাদ প্রচার করতে হবে।

গ) ফায়ার অনুশীলনকারী ইউনিট ফায়ার শেষে রেঞ্জ পরিত্যাগের পূর্বে রেঞ্জ বাট অফিসারের নিকট হতে স্থানীয় থানা পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত (সংযুক্ত পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী) না-দাবি সনদপত্র গ্রহণ করবে এবং ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে নিজ নিজ সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে।

ঘ) ফায়ারিং পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফায়ারিং পয়েন্ট অফিসার এ সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে:

১) সকল অস্ত্রের নিরাপত্তা এবং কার্যপযোগিতা।

২) সকল অস্ত্রের যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা।

৩) তাজা গোলাবারুদ ও খালি কার্টিজের সঠিক গণনা এবং নিরাপত্তা।

৪) ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত মালামালের নিরাপত্তা।

২. অস্ত্র পরিষ্কার

ফায়ারিং শেষে রেঞ্জ এলাকা ত্যাগ করার পূর্বে অস্ত্র পরিষ্কার নিম্নরূপভাবে সম্পন্ন করা হবে:

ক) একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ফায়ারকৃত অস্ত্রসমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

খ) কোনো অস্ত্র ফায়ার করার সময় যদি কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে তবে উক্ত অস্ত্র পরিষ্কার না করে পরীক্ষা করার জন্য পৃথক করে রাখতে হবে।

গ) অস্ত্র পরিষ্কারের পর তেল ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) ফায়ার করার সময় অস্ত্রের কোনো অংশ ভেঙে বা হারিয়ে গেলে যথাযথ রিপোর্ট দিতে হবে।

ঙ) ইউনিটে পৌছার পর বিস্তারিতভাবে অস্ত্র পরিষ্কার নিশ্চিত করা।

৯.৯ রাত্রিকালীন ফায়ারিং প্রশিক্ষণ

ফায়ারিং রেঞ্জে রাত্রিকালে ফায়ারিং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হলে অত্র নির্দেশিকার সকল বিষয়াদি কঠোরভাবে প্রতিপালনের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে:

১. ফায়ারারকে ফায়ারের ধরন, পজিশন এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

২. ফায়ারিং চলাকালে ফায়ারিং পয়েন্টে লাল বাতি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বাট পার্টির সদস্যগণ রাত্রিকালীন ফায়ারের সময় লুমিনাস জ্যাকেট পরিধান করতে হবে।

৪. ফায়ারার কর্তৃক আনলোড ক্লিয়ার রিপোর্ট প্রদান কালে ফায়ারিং পয়েন্টে নিয়োজিত কোচগণ তা সতর্কতার সাথে প্রত্যক্ষ করবেন এবং টর্চলাইট দ্বারা খালি চেম্বার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. আগন্তুকদের সতর্ক করার জন্য দায়িত্ব পালনকালে প্রহরী ও পর্যবেক্ষকদের নিকট টর্চ ও বাঁশি রাখতে হবে।

৯.১০ বিবিধ দায়িত্বসমূহ

১. ফায়ারিং ইউনিটের দায়িত্ব

ফায়ারিং পরিচালনাকারী ইউনিট নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবে:

ক) বরাদ্দকৃত সময়ে রেঞ্জের অভ্যন্তরে সকল প্রকার কার্যক্রমের জন্য ব্যবহারকারী ইউনিট দায়ী থাকবে।

খ) ফায়ার সমাপ্তির পর রেঞ্জে রক্ষিত রেজিস্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে সব কিছু ঠিক আছে এই মর্মে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

গ) ফায়ার চলাকালীন পুলিশ প্রেরণের জন্য ২৪ ঘণ্টা পূর্বে স্থানীয় থানাকে পত্র দিতে হবে।

ঘ) ফায়ার শুরুর পূর্বে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় বিউগল বাজিয়ে সকলকে জানাতে হবে এবং অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১৩

২. রেঞ্জ পাহারা

রেঞ্জ পাহারার সার্বিক দায়িত্ব রেঞ্জ বাট অফিসারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। রেঞ্জ স্থায়ী কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে রেঞ্জ বাট অফিসার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্যকে প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে, যাদের কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য নির্ধারিত পর্যবেক্ষণ চৌকি হতে চতুষ্পার্শের নিরাপত্তা ঝুঁকিসমূহ পর্যবেক্ষণ করা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট রিপোর্টিং।

খ) রেঞ্জের সকল স্থাপনার নিরাপত্তা বিধান করা।

গ) টহলের মাধ্যমে কোনো বহিরাগতদের রেঞ্জে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

ঘ) রেঞ্জের সঠিক প্রতিবেদন রেজিস্টারে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩. রেঞ্জ অফিস কর্মকর্তা

একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তা সহকারী রেঞ্জ বাট অফিসার হিসেবে স্বীয় ইউনিট হতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ে রেঞ্জের অফিস কর্মকর্তা হিসেবে এর রক্ষণাবেক্ষণসহ উন্নয়নমূলক কাজের মাঠ পর্যায়ের তদারকিতে নিয়োজিত থাকবে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট একটি রেজিস্টার সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি ফায়ারিং ইউনিট এই রেজিস্টারে তাদের ফায়ারিং শুরুর সময়সহ ফায়ারিং শেষ করার সময় উল্লেখ করে রেজিস্টারে রক্ষিত একটি সনদপত্র পড়ে স্বাক্ষর করবে।

৪. পর্যালোচনা

রেঞ্জ স্থায়ী কমিটি নিয়মিতভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে রেঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করবে। এ ছাড়া যদি কোনো ইউনিট বা সংস্থা রেঞ্জের ব্যাপারে কোনো মতামত/সুপারিশ প্রদান করে তবে তাও স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০. গুলির পরিমাণ নির্ধারণ

ক) সার্ভিস গুলির মজুদ সাপেক্ষে প্র্যাকটিস গুলির পরিমাণ নির্ধারণ

বাৎসরিক মাস্কেট্রি অনুশীলন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অনুমোদনক্রমে মাস্কেট্রি অনুশীলন পরিচালিত হবে। উক্ত মাস্কেট্রি অনুশীলনে স্ব স্ব জেলা/ইউনিটের অস্ত্রাগারে পিআরবি ৯৮৫, ১০০০, ১০১২ এবং Appendix LVIII অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস গুলির মজুদ সাপেক্ষে প্র্যাকটিস গুলির মজুদ হতে নির্দিষ্ট ধরন ও সংখ্যক গোলাবারুদ ব্যবহার করতে হবে।

খ) ফায়ারিং রেঞ্জের প্রতিদিন সর্বোচ্চ ব্যবহারসীমা

প্রতিটি ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য এক দিনে সর্বোচ্চ ফায়ারিংয়ের সীমা এই নির্দেশিকার বর্ণিত নিয়মে হবে। যথা:

১. ফায়ারিং রেঞ্জে সাধারণভাবে প্রতি কার্যদিবসে ০৮.০০ ঘটিকা হতে শীতকালে ১৬.০০ ঘটিকা এবং গ্রীষ্মকালে ১৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ফায়ারিং অনুশীলন হবে। বিরতি বাদে প্রতিদিন মোট ০৭ (সাত) ঘণ্টা অনুশীলন হবে।

২. প্রতি ঘণ্টায় একটি পার্টি (প্রতি পার্টিতে ১০ জন) তিন পজিশনে ১০ (দশ) রাউন্ড করে ফায়ার করবে।

৩. প্রতিদিন (সাত) ঘণ্টায় ০৭টি পার্টিতে ৭০ (সত্তর) জন করে ফায়ার করবে।

৪. কোনো ফায়ারিং রেঞ্জে দিনে ৭০ (সত্তর) জনের বেশি ফায়ার করবে না।

৫. ফায়ারিং রেঞ্জের সর্বোচ্চ ব্যবহারসীমা কোনোমতেই ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

৬. প্রত্যেকে এক ঘণ্টা ধরে ০৩ (তিন) পজিশনে ১০ (দশ) রাউন্ড (প্রতি পজিশনে) করে ৩০ (ত্রিশ) রাউন্ড ফায়ার করবে, কাজেই দিনে সর্বোচ্চ ফায়ার হবে ৭০×৩০ =২১০০ রাউন্ড।

৭. ফায়ারিং রেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে সপ্তাহে ০২ (দুই) দিন অনুশীলন বন্ধ থাকবে।

১১. ফায়ারিং অনুশীলনকালে পয়েন্ট গণনা এবং পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি

প্রতিদিনের অনুশীলনে যে সমস্ত ফায়ার হবে তার পয়েন্ট গণনা করতে হবে। প্রতিটি ফায়ারের জন্য পয়েন্ট হবে নিম্নরূপ:

ক) বুলস আই	= ৪ পয়েন্ট
খ) সাদা সেন্টার	= ৩ পয়েন্ট
গ) সেন্টারের বাইরে	= ২ পয়েন্ট

মাস্কেট্রি অনুশীলনকারী প্রত্যেক সদস্যের ফায়ারকৃত মোট গুলির জন্য পয়েন্ট বের করতে হবে। একত্রে প্রত্যেক অনুশীলনকারী বিভিন্ন পজিশনে যে সমস্ত গুলি ফায়ার করেছে সেসব ফায়ারকৃত গুলির জন্য একত্রে পয়েন্ট গণনা করা হবে। প্রত্যেক অনুশীলনকারী যত ধরনের অস্ত্র ও পজিশনেই ফায়ার করুক না কেন প্রত্যেকের জন্য একটিমাত্র মোট পয়েন্ট গণনা করা হবে। মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে সমস্ত কনস্টেবল র‍্যাংকধারীর মধ্য থেকে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। অন্যান্য সকল র‍্যাংকধারীর মধ্য থেকে আরেকজন বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। উক্ত বিজয়ীদের নাম ইউনিট প্রধানের নিকট প্রতিবেদন আকারে পেশ করা হবে।

১২. ইমার্জেন্সি এবং ইন্সিডেন্ট রিপোর্টিং

ফায়ারিং রেঞ্জ বা বাটে মাস্কেট্রি অনুশীলনকালীন কোনো প্রকার ইমার্জেন্সি দেখা দিলে বা কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি বা ইন্সিডেন্টের বিষয় সম্পর্কে রেঞ্জ বাট অফিসার কর্তৃক একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ফায়ারিং রেঞ্জের ইউনিট প্রধান বরাবর দাখিলপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করতে হবে। জরুরি হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে এআইজি (আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন)-কে জানাতে হবে।

১৩. লগ বই সংরক্ষণ ও যৌথ রিপোর্ট প্রদান

প্রত্যেক ফায়ারিং রেঞ্জ বা বাটের দৈনন্দিন কার্যক্রম একটি বিস্তারিত লগ বইয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিদিনের ফায়ারিং শেষে উক্ত দিনের ফায়ারিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ করে উভয় বাট অফিসার স্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ফায়ারিং রেঞ্জ ইউনিট প্রধান বরাবর যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উক্ত লগ বইয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১. ফায়ারিং অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী ইউনিটের নাম;
২. ইউনিটের অংশগ্রহণকারী সদস্যসংখ্যা;
৩. ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত ও প্রস্থানের সময়;
৪. ফায়ারিং রেঞ্জে ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরন ও সংখ্যা;
৫. ফায়ারকৃত গুলির সংখ্যা;
৬. মিস ফায়ার গুলির সংখ্যা;
৭. কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইত্যাদি।

১৪. বাট অফিসার ও সহকারী বাট অফিসারগণের প্রশিক্ষণ

প্রতিটি রেঞ্জের ডিআইজিগণ তার অধীনস্থ জেলা/ইউনিটসমূহের এবং বিপিএসহ অন্যান্য পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানগণ ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট অফিসার ও সহকারী বাট অফিসারসহ অন্যান্য সহযোগীর ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবহারবিধি সংক্রান্তে বছরে দুইবার প্রশিক্ষণ প্রদান ও যথাযথভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫. ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট পরিদর্শন

প্রতিটি ফায়ারিং রেঞ্জের ইউনিট প্রধানগণ প্রতি মাসে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট পরিদর্শন করবেন। এ ছাড়া ফায়ারিং চলাকালে আকস্মিকভাবে ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট পরিদর্শনপূর্বক ফায়ারিং রেঞ্জের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে গিয়ে পরীক্ষা করবেন। এতদ্ব্যতীত রেঞ্জ ডিআইজিগণ ফায়ারিং রেঞ্জ সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট পরিদর্শনকালে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে উক্ত জেলা/ইউনিটের ফায়ারিং রেঞ্জ/বাট পরিদর্শন করবেন। ইউনিট প্রধান ফায়ারিং সংক্রান্ত যাবতীয় বাস্তব সমস্যা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করবেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ পুলিশের ফায়ারিং কার্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবেন।

১৬. বাংলাদেশ পুলিশ বহির্ভূত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবহার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও ব্যবহার নীতিমালা ২০১৬-এর ক্রমিক ২৯(খ)-এর বিবরণ অনুযায়ী ব্যক্তি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'শুধু আত্মরক্ষা ও টার্গেট প্র্যাকটিসের উদ্দেশ্যে গুলি ব্যবহার করা যাবে। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে গুলি ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে। টার্গেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদিত ফায়ারিং রেঞ্জ এবং বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশনের নির্দিষ্ট অনুশীলন কেন্দ্র ছাড়া টার্গেট প্র্যাকটিস করা যাবে না।' এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পুলিশের কোনো ফায়ারিং রেঞ্জ এ-সংক্রান্ত কোনো আবেদন প্রাপ্ত হলে অত্র নির্দেশিকার আলোকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

স্থানীয় থানা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী অত্র ফায়ারিং রেঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যথাযথভাবে সতর্ক করেছি:

ক) .... তারিখ .... ঘটিকা হতে .... ঘটিকা পর্যন্ত .... ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ারিং অনুশীলন করা হবে।

খ) রেঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ নিজ নিজ বসতবাড়িতে তাহাদের নিজ নিজ জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) ফায়ারিং চলাকালে কোনো অবস্থাতেই কেহ রেঞ্জ এলাকায় প্রবেশ করবে না।

ঘ) ফায়ারিং চলাকালে কারো অসতর্কতার দরুন যদি কেহ গুলিবিদ্ধ হয় তাহলে তার জন্য অন্য কেউ দায়ী হবে না বরং সে নিজেই দায়ী থাকবে।

তাং ....

স্বাক্ষর ....

নম্বর ....

পদবি ....

নাম ....

থানা ....

পরিশিষ্ট-২

স্থানীয় থানা পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত না-দাবি সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ... (ইউনিটের নাম) এর অদ্য .... তারিখ .... ঘটিকা হতে .... ঘটিকা পর্যন্ত .... ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার পরিচালনাকালে কোনো প্রকার জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই।

তাং ....

স্বাক্ষর ....

নম্বর ....

পদবি ....

নাম ....

থানা ....

পরিশিষ্ট-৩

ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ারিং চলাকালে মেডিক্যাল সহকারী কর্তৃক বহনকৃত প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) বক্সের সম্ভাব্য ওষুধ ও দ্রব্যসমূহের তালিকা:

১. জ্বরনাশক ওষুধ-১০ পিস (ন্যূনতম)

২. ব্যথানাশক ওষুধ-১০ পিস (ন্যূনতম)

৩. বমিনাশক ওষুধ-১০ পিস (ন্যূনতম)

৪. অম্লনাশক ওষুধ-২০ পিস (ন্যূনতম)

৫. থার্মোমিটার-০২টি

৬. স্টেথোস্কোপ-০১টি

৭. সার্জারি টুলবক্স (সকল মালামালসহ)-০১টি

৮. তুলা-০১ বান্ডিল

৯. মাইক্রোপোর পেপার টেপ-পরিমাণমতো

১০. গজ ব্যান্ডেজ-পরিমাণমতো

১১. অ্যান্টিসেপটিক-তরল/ক্রিম

১২. টুইজারস (Tweezers)

১৩. হ্যান্ড গ্লোভস

১৪. লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি।

৫।৭

পরিশিষ্ট-৪

আরমোরার কর্তৃক ফায়ারিং রেঞ্জে টুলবক্স বহনের সময় অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করবেন:

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা
১	টুলবক্স	০১টি
২	হাতুড়ি	বড়-০১টি ছোট-০১টি
৩	কেঁচি (কাটিং)	বড়-০১টি ছোট-০১টি
৪	প্লাস	বড়-০১টি ছোট-০১টি
৫	রেঞ্চ	বড়-০১টি
৬	নোস প্লাস (কাটিং)	ছোট-০১টি
৭	স্টার স্ক্রু ড্রাইভার	০১টি
৮	চ্যাপ্টা স্ক্রু ড্রাইভার	০১টি
৯	ক্লিনিং রড	০১টি
১০	ক্লিনিং ব্রাশ	০১টি
১১	সিরিজ কাগজ	প্রয়োজনমতো
১২	ডাস্টার ক্লথ	প্রয়োজনমতো

পরিশিষ্ট-৫

গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের প্রামান্য দলিলের বিবরণ

ক্রমিক	বিষয়	প্রামাণ্য দলিল	বাস্তবায়নকারী
১	সার্ভিস গুলি ও প্র্যাকটিস গুলির পরিমাণ নির্ধারণ, পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ	পিআরবি ৯৮৫, ৯৯৮, ১০০০ এবং ১০১২	ইউনিট প্রধান ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার
২	কে কোন অস্ত্র হতে ফায়ার করবে	বাংলাদেশ পুলিশের জন্য অনুমোদিত অস্ত্র নীতিমালা	বাট অফিসারবৃন্দ
৩	কোন রেঞ্জে কোন অস্ত্র হতে ফায়ার করা হবে	রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির লিখিত আদেশ	রেঞ্জ বাট অফিসার
৪	কে কোন পজিশন হতে কত রাউন্ড ও কীভাবে ফায়ার করবে	পিআরবি ৭৯৬, ৭৯৭; বেঙ্গল পুলিশ ড্রিল ম্যানুয়েলের খণ্ড-২, অধ্যায় ১৬ এবং ১৭; অস্ত্র নীতিমালা; পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা	ইউনিট প্রধান ও বাট অফিসারবৃন্দ
৫	মাসকেট্রি অনুশীলন ও প্রতিবেদন	পিআরবি ৭৯৬; বিপি ফরম ১৫৬; বিপি ফরম ১৫৭	ইউনিট বাট অফিসার
৬	অস্ত্র ও গুলির সংরক্ষণ এবং পরীক্ষাকরণ	পিআরবি ৯৯৮; পিআরবি ১০০২ এবং পরিশিষ্ট ৫৮	ইউনিট বাট অফিসার ও আরমোরার
৭	গুলির জন্য চাহিদা প্রেরণ	পিআরবি ৯৯৮; বিপি ফরম ১৮৯	ইউনিট প্রধান; ইউনিট বাট অফিসার ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার
৮	প্রতি ৩১ ডিসেম্বরে অস্ত্রের মজুদ বিবরণী	পিআরবি ১০২৪; বিপি ফরম ১৯২	ইউনিট বাট অফিসার ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাট অফিসার